প্রকাশ পেল খালিদ মোশারফের বই ‘শিক্ষক, শিক্ষা ও প্রজন্ম’

প্রকাশিত হল মেহেরপুরের তরুণ লেখক খালিদ মোশারফের রচিত বই-‘শিক্ষক শিক্ষা ও প্রজন্ম’ । উল্লেখ্য খালিদ মোশারফ আইইআর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তণ শিক্ষার্থী। ‘শিক্ষক শিক্ষা ও প্রজন্ম’ বইটি খালিদ মোশারফের প্রকাশিত চতুর্থ বই। ইতিপূর্বে খালিদ মোশারফের শিক্ষা নিয়ে ’শিক্ষা ও শিক্ষক’ আরেকটি প্রবন্ধ গন্থ প্রকাশিত হয়েছে। দুইটি বই রকমারিসহ অন্যান্য অনলাইন দোকানে পাওয়া যাবে।

’শিক্ষক, শিক্ষা ও প্রজন্ম’ বইটি মূলত বিস্তৃত ক্যানভাসে শিক্ষা নিয়ে একটি গভীর অনুসন্ধানমূলক পদচারণা।’বইটিতে একদিকে যেমন বিদ্যালয় পরিচালনার আধুনিক রূপরেখা ও দায়বদ্ধতার কথা বলা হয়েছে, অন্যদিকে তুলে ধরা হয়েছে আলোকিত মানুষ গড়ার নেপথ্যে থাকা শিক্ষকদের শিক্ষাকর্ম।।

বইটির অন্যতম প্রধান একটি আকর্ষণ হলো বাংলা সিনেমায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্কের সমাজতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক পর্যালোচনা। আমাদের দেশীয় পরিচালকরা ক্যামেরার লেন্সের ভেতর দিয়ে কীভাবে শিক্ষাগুরু, শিষ্য এবং বিদ্যাপীঠের পরিবেশকে তুলে ধরেছেন, তা আমাদের সামাজিক বিবর্তনেরই এক প্রামাণ্য দলিল। এই দেশজ প্রেক্ষাপটের পাশাপাশি বইটিতে যুক্ত করা হয়েছে বিশ্ববিখ্যাত সিনেমাগুলোতে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও ক্লাসরুমের চিত্রায়ন নিয়ে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়। এর ফলে পাঠক খুব সহজেই দেশীয় সীমানা পেরিয়ে বৈশ্বিক শিক্ষাদর্শন ও শ্রেণিকক্ষের এক তুলনামূলক চিত্র পেয়ে যাবেন।

সিনেমা যেমন দৃশ্যের ভাষায় কথা বলে, সাহিত্য তেমনি শব্দের মায়াজালে সমাজ বাস্তবতাকে তুলে ধরে। বাংলা গল্প ও উপন্যাসে শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং ক্লাসরুম কীভাবে চিত্রিত হয়েছে, তা নিয়ে এই গ্রন্থে রয়েছে একটি গভীর অনুসন্ধানমূলক পাঠ। বাংলা সাহিত্যের পাতায় আধুনিক শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সমাজতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক এই রূপরেখা পাঠকের সামনে নতুন ভাবনার দুয়ার উন্মোচন করবে।

বাঙালি জীবনে শিক্ষা নিয়ে আলোচনা হবে, অথচ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রসঙ্গ আসবে না, তা তো কল্পনাই করা যায় না। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার চার দেয়াল ভেঙে প্রকৃতির কোলে মুক্ত শিক্ষার যে স্বপ্ন রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন, তা আজও সমান প্রাসঙ্গিক। বইটিতে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন এবং তাঁর গল্প-প্রবন্ধে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর রূপায়ণ নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

এছাড়াও, আগ্রহী পাঠকদের জ্ঞানতৃষ্ণা মেটাতে বইটিতে সংযোজন করা হয়েছে শিক্ষা বিষয়ক বিখ্যাত বেশ কিছু বইয়ের একটি সমৃদ্ধ তালিকা। সাথে রয়েছে সমকালীন ও চিরায়ত নানা প্রেক্ষিত নিয়ে শিক্ষা বিষয়ক আরও কিছু প্রবন্ধ, যা বইটির বিষয়বস্তুকে করেছে আরও পূর্ণাঙ্গ।

পরিশেষে বলা যায়, এই বইটি কেবল শিক্ষক, শিক্ষার্থী বা গবেষকদের জন্য নয়; বরং সাহিত্যপ্রেমী, সিনেমাপ্রিয় এবং শিক্ষানুরাগী—সবার জন্যই এক অমূল্য সংগ্রহ। ক্লাসরুমের ভেতরের এবং বাইরের এই বিস্তীর্ণ জগতকে নিয়ে আমাদের এই বিশ্লেষণমূলক যাত্রা পাঠকের মনোজগতে নতুন আলোড়ন সৃষ্টি করবে এবং শিক্ষাকে এক নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে সাহায্য করবে—এটাই একান্ত প্রত্যাশা।

দামুড়হুদায় ফার্স্ট

মাল্টিমিডিয়া মডেল স্কুলের

বার্ষিক ফলাফল প্রকাশ

দামুড়হুদায় ১ যুগ পদার্পণ উপলক্ষে ফার্স্ট মাল্টিমিডিয়া মডেল স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১০ টার সময় ফার্স্ট মাল্টিমিডিয়া স্কুল কতৃপক্ষের আয়োজনে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এই বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়।

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হাজী আব্দুল হামিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা

উবায়দুর রহমান সাহেল। এসময় তিনি বলেন, আমরা যারা অভিভাবক আছি বাচ্চাদেরকে প্লে থেকে ১০ম শ্রেনী পর্যন্ত গাইড করে থাকি, তার পর আমরা সন্তানের তেমন খোজ খবর রাখি না, এটা ঠিক নয় আপনার সন্তান প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত আপনাদের এই গাইড ধরে রাখতে হবে। যেন কোনোভাবেই আমার সন্তান যেন বিপথে না যায়। দেশ এগিয়ে যাচ্ছে আমরা সবাই মর্ডনাইজ হয়ে যাচ্ছি এরকম তাল মিলাতে গিয়ে আমরা আমাদের পারিবারিক শিক্ষা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলছি। এখন কেউ আর বড়দের সেইভাবে শ্রদ্ধা ও ছোটদের স্নেহ করছে না। আমরা আমাদের বাঙালি সংস্কৃতি থেকে দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছি। একসময় ভোরবেলা ফজরের নামাজ পড়ে মক্তব্যে আমরা হুজুরের কাছ থেকে ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করতাম, সন্ধ্যা হলে অভিভাবকদের ভয়ে পড়ার টেবিলে বসতাম ও বড়দের দেখলে ভয়ে পাশ কাটিয়ে যেতাম এই বিষয় গুলো তেমন দেখা যায় না। এই শূন্যতা পূরণ করতে হলে আমাদের পারিবারিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের ভিত্তিতে শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, অভিভাবক ডাঃ আতাউর রহমান রতন, স্টার নিউজ চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি ও প্রেসক্লাব সহ-সাধারণ সম্পাদক শিক্ষক জহির রায়হান, দৈনিক সমকাল চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি ও দামুড়হুদা প্রেসক্লাব সহ- সভাপতি মিরাজুল ইসলাম মিরাজ, কৃর্তি শিক্ষার্থী অভিভাবক নাছিমা খাতুন, অভিভাবক আশরাফুল ইসলামসহ শিক্ষক- শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী ও আমন্ত্রণিত অভিভাবকবৃন্দ।

স্কুলের ১ যুগ পদার্পণ উপলক্ষে কেক কেটে উদযাপন করা হয় এবং আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিজয়ী শিক্ষার্থী ও প্লে থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ডায়মন্ড ও প্লাটিনাম গ্রুফের প্রতিটি শিক্ষার্থীকে পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানটির সার্বিক ব্যবস্থায় ছিলেন, ফার্স্ট মাল্টিমিডিয়া মডেল স্কুলের প্রধান শিক্ষক মাসুম বিল্লাহ।

এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফল প্রকাশ আগামীকাল

চলতি বছরের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) ও সমমান পরীক্ষার ফলাফল আগামীকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে প্রকাশিত হবে। ফলাফল শিক্ষা বোর্ডসমূহের ওয়েবসাইটে, সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা কেন্দ্র বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং এসএমএস-এর মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. খন্দোকার এহসানুল কবির স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানা যায়।

আগামীকাল আনুষ্ঠানিকভাবে ফল প্রকাশের পর শিক্ষা বোর্ডগুলোর ওয়েবসাইট ও এসএমএসের মাধ্যমে ফল জানা যাবে। ওয়েবসাইটে রোল নম্বর, রেজিস্ট্রেশন নম্বর, পরীক্ষার নাম, বছর ও শিক্ষাবোর্ড সিলেক্ট করে ‘সাবমিট’ বাটনে ক্লিক করে ফল জানা যাবে।

এ ছাড়া যে কোন মোবাইল ফোনে এসএমএসের মাধ্যমেও ফল জানা যাবে। ফোনের মেসেজ অপশনে গিয়ে SSC লিখে স্পেস দিয়ে বোর্ডের নামের প্রথম তিন অক্ষর লিখে স্পেস দিয়ে রোল নম্বর লিখে আবার স্পেস দিয়ে পাসের বছর লিখে পাঠাতে হবে ১৬২২২ নম্বরে। উদাহরণ: SSC Dha ১২৩৪৫৬ ২০২৫ লিখে ১৬২২২ নম্বরে পাঠাতে হবে। ফিরতি এসএমএসে জানা যাবে ফল।

উল্লেখ্য, মাদ্রাসা বোর্ডের জন্য বোর্ডের নামের প্রথম তিন অক্ষরের ক্ষেত্রে Mad এবং বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের জন্য ঞবপ লিখতে হবে।

ফলাফল নিয়ে অসন্তুষ্ট শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতিবারের মত এবারও খাতা চ্যালেঞ্জ বা ফল পুনঃনিরীক্ষার আবেদনের সুযোগ পাবেন। খাতা পুনঃনিরীক্ষণের জন্য এসএমএসের মাধ্যমে ১১ জুলাই থেকে ১৭ জুলাইয়ের পর্যন্ত আবেদন করা যাবে।

শুধু টেলিটক মোবাইলের মাধ্যমে উক্ত ফলাফল পুনঃনিরীক্ষণের জন্য আবেদন করা যাবে। আবেদন করার নিয়ম- RSC<Space> Board Name (First 3 letters)<Space>Roll<Space>Subject Code লিখে পাঠিয়ে দিতে হবে ১৬২২২ নাম্বারে। একাধিক Subject Code Type এর ক্ষেত্রে কমা (,)

ব্যবহার করতে হবে, যেমন-১০১,১০২,১০৩। প্রতি পত্রের জন্য আবেদন ফি হবে ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ) টাকা।

গত ১০ এপ্রিল সারা দেশে একযোগে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরু হয়। লিখিত পরীক্ষা শেষ হয় গত ১৩ মে। ব্যবহারিক পরীক্ষা ১৫ থেকে ২২ মে মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। দেশের সব শিক্ষা বোর্ডের অধীনে মোট ১৯ লাখ ২৮ হাজার পরীক্ষার্থী এ পরীক্ষায় অংশ নেবে। এর মধ্যে ৯টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় পরীক্ষার্থী রয়েছে ১৪ লাখ ৯০ হাজার ১৪২ জন। এর মধ্যে ছাত্র ৭ লাখ এক হাজার ৫৩৮ জন এবং ছাত্রী ৭ লাখ ৮৮ হাজার ৬০৪ জন। পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা ২ হাজার ২৯১টি, প্রতিষ্ঠানসংখ্যা ১৮ হাজার ৮৪টি।

মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে পরীক্ষার্থী রয়েছেন ২ লাখ ৯৪ হাজার ৭২৬ জন। এর মধ্যে ছাত্র এক লাখ ৫০ হাজার ৮৯৩ জন এবং এক লাখ ৪৩ হাজার ৮৩৩ জন ছাত্রী। এই বোর্ডের অধীনে পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা ৭২৫টি। প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৯ হাজার ৬৩টি।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে সর্বমোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১ লাখ ৪৩ হাজার ৩১৩ জন। এর মধ্যে ছাত্র ১ লাখ ৮ হাজার ৩৮৫ এবং ছাত্রী ৩৪ হাজার ৯২৮ জন।

মেহেরপুরে ‘জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২’ আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশ

মেহেরপুরে জনশুমারি ও গৃহ গণনা ২০২২ এর জেলা রিপোর্ট আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। একই সাথে বিবিএস প্রকাশিত প্রথম ডিজিটাল জনশুমারি ও গৃহ গণনা ২০২২ শীর্ষক পুস্তকের মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১ টার সময় মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের

কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে পুস্তকটির মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

জেলাভিত্তিক প্রতিবেদন অনুযায়ী মেহেরপুর জেলার মোট জনসংখ্যা ৭ লাখ ৫৩ হাজার ৫৬ জন। এর মধ্যে পুরুষ তিন লাখ চার হাজার ৯৩ জন এবং নারী ৩ লাখ ৬৫ হাজার ২৩৭ জন। তৃতীয় লিঙ্গের হিজড়া জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ২৬ জন। জেলাতে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৯৫১ জন লোক বসবাস করে। শহরাঞ্চলে জেলার মোট জনসংখ্যার ২২.৩৫ শতাংশ লোক বসবাস করে। জেলাতে মোট বস্তিবাসীর সংখ্যা ৫৭৩ জন এরমধ্যে পুরুষ ২৬৭ জন এবং নারী ৩০৬ জন। জেলাতে কোন ভাসমান জনগোষ্ঠী নেই।

জনসংখ্যার উপজেলা ভিত্তিক পরিসংখ্যানে গাংনী উপজেলার মোট জনসংখ্যা ৩ লাখ ২২ হাজার ৭০১, মেহেরপুর সদর উপজেলার মোট জনসংখ্যা ২ লাখ ৭৬ হাজার ৯০৩ জন এবং মুজিবনগর উপজেলার মোট জনসংখ্যা ১ লক্ষ ৫ হাজার ৭৫২ জন।

ধর্মভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায় জেলায় মোট মুসলিম ধর্মের অনুসারী ৬ লাখ ৯০ হাজার ৩৪৯ জন, হিন্দু ধর্মাবলির সংখ্যা মোট ৮ হাজার ৪৯৭ জন, খ্রিস্টান আছেন ৬ ৪৭৮ জন, বৌদ্ধ ধর্মীয় জনসংখ্যা ১৬ জন এবং অন্যান্য ধর্মের অনুসারী মোট ১৬ জন। জেলায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রতি হাজারে ৬৫ জন।

প্রতিবেদন বলছে, মেহেরপুর জেলায় অবিবাহিত পুরুষের সংখ্যা সংখ্যা ৯৬ হাজার৫৫২ জন এবং মোট ২ লাখ ৩৭ হাজার ৭২৫ জন পুরুষ বিবাহিত। ৩ হাজার ৭৭৫ জন বিপত্নীক , ২০ হাজার ৪০০ জন তালাকপ্রাপ্ত।

অপরদিকে জেলায় মোট অবিবাহিত নারীর সংখ্যা ৫৮ হাজার ৭৩ জন, মোট ২ লাখ ৬৫ হাজার ৮৯২ জন নারী বিবাহিত। বিধবা নারীর সংখ্যা ৩৫ হাজার ৫০১ জন এবং তালাকপ্রাপ্ত নারীর মোট সংখ্যা ৫৭ হাজার ৭০০ জন।

জরিপের ফলাফল অনুযায়ী, জেলাতে মোট সাক্ষরতার হার ৬৮.১৪ শতাংশ। ১৫ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সীদের মধ্যে মোট ৬৩.৭৬ শতাংশ মানুষের নিজ ব্যবহারের মোবাইল ফোন রয়েছে। অন্যদিকে, ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের মধ্যে উল্লিখিত বয়সসীমায় ৩৫.৩৮ শতাংশ।

মোড়ক উন্মোচনে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক মো: শামীম হাসান। এছাড়াও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তানভীর হাসান রুমানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মুহাঃ

আব্দুস সালাম আব্দুস সালাম এবং মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা পরিসংখ্যান ব্যুরোর উপ-পরিচালক মোঃ বসির উদ্দীন। এ সময় সেখানে জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত উপ-পরিচালক কাজী কাদের মোহাম্মদ ফজলে রাব্বি, জেলার বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিগণ এবং জেলা ও উপজেলা পরিসংখ্যান অফিসের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

স্বাগত বক্তব্যে মেহেরপুর জেলা পরিসংখ্যান ব্যুরোর ভারপ্রাপ্ত উপ-পরিচালক মোঃ বছির উদ্দিন বলেন, ‘এবারই প্রথম ডিজিটাল ভাবে জনশুমারি ও গৃহ গণনা সম্পন্ন করা হয়েছে। আমরা বর্তমানে যে সময়ে বাস করছি, সেখানে মুহূর্তেই তথ্য ও উপাত্ত পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। ফলে, জনশুমারির ফলাফলে কোন অসামঞ্জস্যতা থাকলে কোন অসামঞ্জস্যতা থাকলে সেটা আলোচনা ও পরামর্শের মাধ্যমে চুড়ান্ত করা হবে।’